বাবর : হুমায়ুন : শের শাহ

বাবরের পূর্বপুরুষগণ

১৫২৬-এর এপ্রিল মাসে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লী-সুলতানির অবসান ঘটিয়ে দিল্লীতে মুঘল শাসনের সূচনা করেছিলেন *জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর*। ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। **হুইলারের** (J. T. Wheeler) ভাষায় : *'তুর্কী ও আফগানদের পরিবর্তে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে অতঃপর একদল নতুন মানুষ, নতুন নায়ক-নায়িকার আবির্ভাব ঘটে।'* মধ্য-এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে মোঙ্গল শাসনের যে সদম্ভ অধিষ্ঠান ঘটেছিল, ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যকে তারই প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার। বাবরের পিতা *ওমরশেখ মির্জা* ছিলেন চাঘতাই তুর্কী গোষ্ঠীর মানুষ এবং বাবরের মা *কুতলগ মিনার খানম* ছিলেন মোঙ্গল জাতিভুক্ত। বস্তুত সুদূর অতীতে *'তুর্কী'* ও *'মোঙ্গল'* দুটি জাতিগোষ্ঠীই ছিল মধ্য-এশিয়ার যাযাবর তাতার জাতির অন্তর্ভুক্ত। চৈনিক বিবরণ অনুসারে তাতার উপজাতি তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল — *শ্বেত তাতার, কৃষ্ণ তাতার ও জংলী তাতার* (The white, the Black and the Wild Tatars)। গোবি মরুভূমির উত্তর ও পশ্চিম অংশের এশীয় ভূখণ্ডে 'কৃষ্ণ তাতার' গোষ্ঠী যাযাবর জীবন-যাপন করত। এদের দুটি উপবিভাগ ছিল — *'তুর্কী'* ও *'মোঙ্গল'*। গোবী মরুর পশ্চিমভাগের এশীয় ভূখণ্ডে তুর্কীদের বাসস্থান ছিল এবং মোঙ্গলরা দখল করেছিল মূলত মধ্য-এশিয়া ও গোবি মরুর উত্তরাংশ। ***চেঙ্গিজ খাঁ*** (১১৬২-১২২৭ খ্রীঃ) প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্ব-ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলে যাযাবর তাতার জাতি ***'মোঙ্গল'*** নামে সাম্রাজ্যের সংগঠকের তথা প্রশাসক জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

চেঙ্গিজ খাঁ-র মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য চার পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। চেঙ্গিজ-এর দ্বিতীয় পুত্র *চাঘতাই খাঁ* কাশগড়, খোটান, তাসখন্দ, ট্রান্স অক্সিয়ানা, বাদাখশান, ইরান, কাবুল-সহ সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত বিশাল মধ্য-এশীয় রাজ্য গড়ে তোলেন। চেঙ্গিজের স্বনামখ্যাত

Scanned with CamScanner

(Mawarunnahar)। চাঘতাই খানের প্রত্যক্ষ বংশধররা মোঙ্গলিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখেন। তবে ট্রান্স অক্সিয়ানা অঞ্চলের ওপর চাঘতাই খাঁর তুর্কী দাসদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এরা মোঙ্গল জাতির সাথে অতীত সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজেদের *'চাঘতাই তুর্কী'* নামে পরিচয় দিতে থাকে। চাঘতাই খাঁর অন্যতম বংশধর তুঘলক তৈমুর খাঁ ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলিস্তানের শাসক পদে (খ্রাও খান) অধিষ্ঠিত হন এবং একটি শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই সময় থেকে 'মোঙ্গল' শব্দের পরিবর্তে *'মুঘল'* শব্দটি জনপ্রিয়তা পায়। মোঙ্গলিস্তানের নাম পাল্টে হয় ***'মুঘলিস্তান।'***[১] তিনি ১৩৫৩-তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এশিয়া মহাদেশে ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হয়।[২] চাঘতাই খাঁ'র অন্যতম বংশধর ইউনুস খাঁ ১৪৭০-এ মুঘলিস্তানের শাসক মনোনীত হন। ইউনুস খাঁ অহিসানদৌলত বেগমের দ্বিতীয়া কন্যা কুতলঘনিগার খানম্ ছিলেন ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এর মাতা। কৈশোরে বাবর তার মাতামহ ও মাতামহীর স্নেহচ্ছায়ায় অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন। কথিত আছে, বাবরের জন্মসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বয়সের ভার অগ্রাহ্য করে ইউনুস খাঁ সুদূর সমরখন্দ থেকে ফারগানায় উপস্থিত হয়ে নবজাতককে আশীর্বাদ করেছিলেন। পাঁচ বছর বয়স থেকে কিছুকাল বাবর সমরখন্দে অবস্থান করেছিলেন। এই সময় তাঁর মাতুলকন্যা (আহমদ খাঁর কন্যা) আয়েষার সাথে বাবরের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

অন্যদিকে মাওরন্নার (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) তুর্কী বংশের সিংহাসনে আমির তৈমুর অধিষ্ঠিত হলে সমগ্র মুঘলিস্তানের ওপর চাঘতাই তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তৈমুর (১৩৩৬-১৪০৫ খ্রীঃ) ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁর মতই দক্ষ ও দুঃসাহসী সৈনিক। দক্ষিণ আফগানিস্তানে সিস্তান সেনার তীর পায়ে বিদ্ধ হওয়ায় তিনি স্বাভাবিক হাঁটাচলার ক্ষমতা হারান। এই কারণে **'তৈমুর লঙ্গ'** (খোঁড়া তৈমুর) নামে পরিচিত হন।[৩] তাঁর বাবা-মার নাম ছিল যথাক্রমে আমির তার্ঘি ও তাঘিনা খাতুন। পিতার মৃত্যুর পর তৈমুর প্রায় এক দশক আপন আত্মীয়-পরিজনদের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নামতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত চাঘতাই তুর্কীদের দলপতি হিসেবে তিনি স্বীকৃতি পান এবং ১৩৭০-এ সমরখন্দের সিংহাসনে বসেন। ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে পারস্য ও আফগানিস্তান-সহ সমগ্র মধ্য-এশিয়ার ওপর নিজ কর্তৃত্ব কায়েম করেন। ১৩৭০-এর পরবর্তী প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বহু দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তৈমুর কখনো পরাজয় বরণ করেননি। ক্রমে চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর শাসিত গোটা অঞ্চল

---

১. *Advanced Study in the History of Medieval India (Vol.-II) — J. L. Mehta, P-16.*

২. চেঙ্গিজ খাঁ ছিলেন সামানিস্ট (*Shamanist*)। ভারতীয় ভিন্ন ধর্মচিন্তার প্রকৃতি ও বৌদ্ধ ...

Scanned with CamScanner

তৈমুরের অধিকারভুক্ত হয়। ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণ করে তৈমুর ক্ষয়িষ্ণু দিল্লী-সুলতানির উপর তীব্র আঘাত হানেন। প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও বিজয় গৌরব-সহ তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর সুগঠিত সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং তাঁর পুত্র ও অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী আমিরদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র শাহরুখ মীর্জা সমরখন্দ এবং তৃতীয় পুত্র মীরন শাহ আজারবাইজান, সিরিয়া ও ইরাকের ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকেন। মীরন শাহ'র পৌত্র আবু সৈয়দ মীর্জা (মহম্মদ মীর্জার পুত্র) শাহরুখের বংশধরদের পরাস্ত করে সমরখন্দ দখল করেন এবং ক্রমে সমগ্র মাওরুন্নার (ট্রান্স-অক্সিয়ানা) ওপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন। (আবু সৈয়দের অন্যতম পুত্র ওমরশেখ মীর্জা ছিলেন ভারত-বিজয়ী জহিরুদ্দিন বাবর-এর পিতা)। সুলতান আবু সৈয়দ মীর্জা এবং চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর ইউনিস খাঁ ছিলেন সমসাময়িক। মাওরুন্নার ও মুখলিস্তানের এই দুই শাসকের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল এবং এই মৈত্রীকে স্থায়ী করার লক্ষ্যে ইউনুস খাঁ তার তিন কন্যার সাথে আবু সৈয়দ মীর্জার তিন পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। সেই চিন্তার পরিণামে আবু সৈয়দের চতুর্থ পুত্র ওমরশেখ মীর্জার সঙ্গে ইউনুস খাঁর দ্বিতীয়া কন্যা কুতলঘ নিগার খানম্-এর বিবাহ হয়। ওমর শেখ মীর্জা ও কুতলঘ নিগারের পুত্র ছিলেন জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর।

বাবর (১৫২৬-'৩০ খ্রীঃ)

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর-এর শরীরে এই দুই বিখ্যাত যোদ্ধার রক্ত প্রবাহিত ছিল। পিতার দিক থেকে বাবর ছিলেন তৈমুর লঙ্গের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাতার দিক থেকে ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ। বাবরের পিতা

Scanned with CamScanner

মধ্য-এশিয়ায় তাঁর রাজনৈতিক বিপর্যয়, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দুর্বলতা, ভারতের সম্পদের প্রলোভন এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

বাবরের রাজনৈতিক জীবনের প্রাথমিক পর্ব ছিল চরম অনিশ্চিত ও উত্থান-পতনের আলো-আঁধারীতে ভরা। পিতার মৃত্যুকালে (১৪৯৪ খ্রীঃ) তিনি ছিলেন মাত্র এগারো বছর চার মাসের এক কিশোর। এই অল্প বয়সেই তিনি পিতৃরাজ্য ফারগানার শাসনদায়িত্ব পান। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত আহম্মদ মীর্জা ছিলেন সমরখন্দের অধিপতি। মধ্য-এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ ও সৌন্দর্য নগরী হিসেবে বন্দিত এবং তৈমুর লঙ্গের কর্মকেন্দ্র হিসেবে মর্যাদার নগরী সমরখন্দের অধিকারকে কেন্দ্র করে বাবরের পিতা ও পিতৃব্যের মধ্যে ছিল দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত। কিশোর-বাবর উত্তরাধিকার সূত্রে সেই পারিবারিক সংঘাতের শরিক হন। এই সময় সমরখন্দেও রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিঘাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে ভাগ্যান্বেষী বাবর সমরখন্দ পুনর্দখল করে নিজ মর্যাদা বৃদ্ধি করার এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নেন। কিন্তু উজবেগ নেতা সাহাবনি খানের বিরোধিতা তাঁকে বার বার সাফল্যের মুখ থেকে ছুঁড়ে দিতে থাকে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবর সমরখন্দ দখল করে নিজের উচ্চাশা ও সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে স্বরাজ্য ফারগানায় আপন আত্মীয়দের ষড়যন্ত্র শুরু হলে দ্রুত ফারগানায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। এই সুযোগে সাহাবানি খাঁ সমরখন্দ দখল করে নেন। ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে বাবর আবার সমরখন্দ আক্রমণ করেন। কিন্তু এবারে

Scanned with CamScanner

প্রতিপত্তিশালী ছিল। কিন্তু উত্তর-ভারতের ব্যাপারে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। অর্থাৎ কোথাও অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোথাও উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কোথাও নিস্পৃহতা ভারতের রাজনৈতিক আকাশকে এতই জটিল, অস্থির ও ভঙ্গুর করে তুলেছিল যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সীমাহীন উদ্যমের অধিকারী বাবর সেই সুযোগ হাতছাড়া করার মত ভুল করতে পারেননি।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়লাভের আগেও বাবর ভারতের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। বাবরের নিজের ব্যাখানুযায়ী তিনি ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারত আক্রমণ করেন এবং বাজৌর দখল করেন। কিন্তু আবুল ফজল-এর মতে, বাবর ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান পাঠান ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর আবার ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ ভারতের বিরুদ্ধে বাবরের মোট অভিযানের সংখ্যা ছিল সাত। সম্ভবতঃ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দু'বার ভারত আক্রমণ করেছিলেন। দ্বিতীয় আক্রমণকালে পেশোয়ার হয়ে শিয়ালকোট পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু কান্দাহারের শাসক শাহবেগ আরঘন কর্তৃক কাবুল আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে, তিনি ভারত অভিযান অসমাপ্ত রেখেই ফিরে যান। এই পর্যায়ে বাবর উপলব্ধি করেন যে, কান্দাহারের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলে কাবুলের নিরাপত্তা যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি ভারত-আক্রমণও সহজ হবে। অতঃপর কয়েকটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ১৫২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কান্দাহার দখল করে সেখানকার শাসনভার কনিষ্ঠপুত্র মীর্জা কামরানের হাতে অর্পণ করেন।

কান্দাহার দখল করার ফলে বাবরের পক্ষে ভারত অভিযান পরিচালনা অনেক সহজ হয়ে যায়। ভারতের লোদী (আফগান) শাসকদের অন্তর্কলহ এবং দুর্বলতা বাবরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুনে ঘৃতাহুতি করে। প্রায় বারো হাজার অশ্বারোহী ও দক্ষ গোলন্দাজ বাহিনীসহ বাবর ১৫২৪-এ আবার ভারত অভিযান করেন। তাঁর পূর্বের আক্রমণকালে লাহোরের গভর্নর দৌলত খাঁ লোদী মুঘলের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ না গড়ে 'অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ'-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এখন পেশোয়ারে বাবরের নেতৃত্বে বিশাল মুঘল বাহিনীর আগমন-সংবাদে ভীত হন। তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে বাবরের সাথে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আফগান আঞ্চলিক শাসক বা উচ্চ অভিজাতরা ইব্রাহিম লোদীর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এঁদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল দিল্লী-সুলতানির অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য বিদেশী মুঘলের সাথে মিত্রতা করতেও এঁদের আপত্তি ছিল না। তাই তিনি অতি সাবধানতার সাথে পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন। যাইহোক, দৌলত খাঁ পাঞ্জাবের শাসক হিসেবে তাঁর স্বীকৃতির

Scanned with CamScanner

লাহোর থেকে দৌলত খাঁকে বিতাড়িত করেছিল। বাবর লাহোর পুনরুদ্ধার করে পেশোয়ার-এ উপস্থিত হন। দৌলত খাঁকে বাবর জলন্ধর ও সুলতানপুরের দুটি জেলার দায়িত্ব দেন। আলম খাঁকে দেন দীপালপুরের দায়িত্ব। গোটা পাঞ্জাবের দায়িত্ব না পেয়ে দৌলত ক্ষুব্ধ হন, তবে আপাততঃ মিত্রভাব বজায় রেখে চলেন। তিনি বাবরকে একই সাথে পানিপথ ও রোটকের পথে দিল্লীর বিরুদ্ধে দ্বিমুখী আক্রমণ চালানোর পরামর্শ দেন। দৌলতের অভিপ্রায় ছিল দ্বিধাবিভক্ত মুঘল বাহিনীকে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে বাবরের শক্তি হ্রাস করা। কিন্তু দৌলতের পুত্র দিলওয়ার খাঁ এই ষড়যন্ত্র বাবরের কাছে ফাঁস করে দেন। বাবর দৌলতকে প্রাথমিক ভাবে কারারুদ্ধ করেন। তবে শীঘ্রই অনুতপ্ত দৌলতকে মুক্ত করে কেবল জলন্ধর জেলার দায়িত্ব দেন। সুলতানপুর দেন দিলওয়ারকে। ক্ষুব্ধ দৌলত তাঁর বাহিনীসহ পার্বত্য অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। এমতাবস্থায় বাবর দিল্লীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া অনুচিত হবে বিবেচনা করেন এবং লাহোর ও শিয়ালকোটে কিছু সেনা মোতায়েন রেখে কাবুলে ফিরে যান।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ)

১৫২৪-এর অভিযানের ব্যর্থতা এবং দৌলত খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা বাবরকে ভারত অধিকার সম্পর্কে আরও বেশি জেদী করে তুলেছিল। তাঁর কাবুলে প্রত্যাবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দৌলত খাঁ আত্মপ্রকাশ করেন এবং জলন্ধর, দীপালপুর-সহ পাঞ্জাবের মুঘল-অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে তৈমুরের বংশধরের সামনে মর্যাদা রক্ষার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। দিলওয়ার খাঁ যথারীতি পিতার সাথে হাত মেলান। ভীত আলম খাঁ লোদী কাবুলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ঘটনার অগ্রগতিতে বাবর আদৌ বিস্মিত হননি, পরন্তু তিনি এখান থেকেই তাঁর পরবর্তী কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন। তিনি স্থির করেন প্রথমে স্বার্থান্ধ ও অবিশ্বাসী আফগান সর্দারদের দমন করা জরুরী, তারপর দিল্লী দখলের স্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গে বাবর আলম খাঁকে পাঞ্জাবে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন তিনি যেন পেশোয়ারে মোতায়েন মুঘল বাহিনীসহ দিল্লী আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু আলম খাঁ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ষড়যন্ত্রী কিন্তু ভীতু ও অলস। তাই দিল্লীর বিরুদ্ধে অভিযানে না গিয়ে তিনিও দৌলত খাঁর সাথে সমঝোতায় উপনীত হন। স্বভাবতই বাবর অতঃপর পাঞ্জাবের সকল আফগান অভিজাতকেই তাঁর শত্রু বলে চিহ্নিত করেন এবং চূড়ান্তভাবে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেন।

১৫২৫-এর নভেম্বরে বাবর আবার বিশাল বাহিনীসহ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। এটাই ছিল ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ অভিযান। পানিপথের প্রান্তরে চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন করে অতঃপর তিনিই ভারতের সংগঠক ও রক্ষকে পরিণত হন। বাবর বারো হাজার সেনা সহ ভারতমুখে অগ্রসর হন। পরে বাদাখশান থেকে হুমায়ুন তাঁর বাহিনীসহ পিতার সাথে যোগ দেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল পেশোয়ারে অবস্থানরত মুঘলবাহিনী। পাঞ্জাবে

Scanned with CamScanner